ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

২১ জুলাই ২০১৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মূল দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ওপর এবং এক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্জন রয়েছে
- উন্নয়ন খাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এলজিইডি'র জন্য বরাদ্দ - এলজিইডি'তে এডিপি'র বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি
- কিন্তু এলজিইডি'তে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতি রয়েছে (ফুজিতা, ২০১১; কাদের, ২০১০)
- বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি'তে বিদ্যমান দুর্নীতির ওপর সংবাদ প্রকাশ - দরপত্র, দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত দুর্নীতি (আত্মসাৎ), বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি, উন্নয়নমূলক কাজের মন্থরগতি সংক্রান্ত (এলজিইডি, ২০১২: ১৬)
- তবে এলজিইডি'র কার্যক্রমে দুর্নীতির বিস্তার ও ধরন নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- এলজিইডি'র আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা
- এলজিইডি'র কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার কারণ নিরূপণ করা
- সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার পরিধি

- এলজিইডি'র আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা - আর্থিক বরাদ্দ, জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস
- প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা - পরিকল্পনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির ভূমিকা
- প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা - দরপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির ভূমিকা, প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকি
- নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা

উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ এলজিইডি'র সব প্রকল্প এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এলজিইডি'তে বিদ্যমান দুর্নীতির ধরন এবং সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়

গবেষণা পদ্ধতি

- **গুণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা** - মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ
- **প্রাথমিক তথ্যের উৎস** - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী (এলজিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়), ঠিকাদার, সাধারণ জনগণ, সাংবাদিক
- **পরোক্ষ তথ্যের উৎস** - সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সিজিএ ও সিএজি'র নিরীক্ষা প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রস্তাবনা, সংবাদ-মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ
- খসড়া প্রতিবেদন এলজিইডি'তে উপস্থাপন, মতামত গ্রহণ, পুনরায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও প্রতিবেদন হালনাগাদ শেষে একাধিকবার এলজিইডি'র মতামত গ্রহণের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার
- স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের (জনগণ, এলসিএস, ঠিকাদার) সাথে সাতটি দলগত আলোচনা
- সম্প্রতি বাস্তবায়িত একটি বড় প্রকল্প বাছাই করে প্রকল্প এলাকার ১০৮টি স্কিম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ
- একটি ক্ষুদ্র পানিসম্পদ প্রকল্প সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়

- ফেব্রুয়ারি ২০১০ থেকে মে ২০১৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

- গ্রামীণ সড়ক - উপজেলার ৮০%, ইউনিয়নের ৫০% রাস্তার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন
- এছাড়া অন্যান্য অবকাঠামো - সেতু / কালভার্ট, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, গ্রোথ সেন্টার, প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ক্ষুদ্র পানিসম্পদ প্রকল্পের অধীনে রাবার ড্যাম, বাঁধ, স্লুইস গেট ইত্যাদি

দারিদ্র্য বিমোচন ও দক্ষতা বৃদ্ধি

- সঞ্চয়ী সংগঠন সৃষ্টি ও ঋণ প্রদান; এলসিএস সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচির মাধ্যমে দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষত দুঃস্থ মহিলা শ্রমিকদের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান
- বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজের ওপর (মৎস্য, কৃষি, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতি) স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ১.৬৭৪২ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আইনি কাঠামো

- ‘পল্লী উন্নয়ন কৌশল’, ‘নগর ব্যবস্থাপনা নীতিমালা’, ‘জাতীয় পানি নীতিমালা’, ‘জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল ২ (সংশোধিত) ২০০৯-১১’
- ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬’ ও ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮’
- ‘স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯’
- ‘সরকারি গাড়ি ব্যবহার বিধি, ১৯৮২’
- এলজিইডি’র জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি ও নীতিমালা - আউটসোর্সিং নীতিমালা, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা

আইনি সীমাবদ্ধতা

নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত

- উন্নয়ন বাজেটের অধীনে নিয়োগের জন্য এলজিইডি'র জন্য পৃথক কোনো বিধিমালা না থাকা
- নিয়োগ বিধিমালায় নির্ধারিত পরীক্ষা, মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়ার উল্লেখ থাকলেও দক্ষতার মূল্যায়ন এবং অভিজ্ঞতার বিষয়টি উল্লেখ না থাকা

লজিস্টিকস ব্যবহার সংক্রান্ত

- অধিদপ্তর অথবা মন্ত্রণালয়ের লজিস্টিকস ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা না থাকা
- প্রকল্পের গাড়ি কিভাবে ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে বিধিতে উল্লেখ না থাকা
- প্রকল্প সমাপ্ত হওযার পর গাড়িগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে এবং প্রকল্প পরিচালক থেকে শুরু করে প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তারা কিভাবে এবং কোন পর্যায় পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে সে সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা না থাকা

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

৪. নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা

- পদের স্বল্পতা
- অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্যপদ - সহকারী প্রকৌশলী (২০%), সমাজবিজ্ঞানী (৮২.৮%)
- প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা দীর্ঘদিন নিয়োগ না হওয়া
- উন্নয়ন খাত হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সমস্যা
- প্রকল্পের অধীনে কর্মী নিয়োগের বার্ষিক পরিকল্পনা না থাকা
- প্রকল্পের অধীনে নিয়োগ নীতিমালা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিটি না থাকা

৫. তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

- নাগরিক সনদের সীমাবদ্ধতা - ব্যবহারোপযোগী নয়, প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব, জনসমক্ষে প্রকাশিত নয়
- ওয়েবসাইট - জনবল, বাজেট সংক্রান্ত তথ্যের অভাব, সবগুলো প্রতিবেদন (যেমন প্রকল্প প্রস্তাবনা, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা প্রতিবেন) না থাকা

প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি

১. প্রধান প্রকৌশলীর একচ্ছত্র ক্ষমতা অপব্যবহার

- জনবল ব্যবস্থাপনা - পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলি
- প্রকল্প পরিচালক নির্বাচন
- ব্যক্তিগত কাজে এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহার

একজন প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি'র সাথে সম্পর্কিত নয় এমন একটি সংগঠনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং সারা দেশের এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তার নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তিনি একজন মন্ত্রীর সাথে দলীয় রাজনৈতিক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং উপস্থিত জনগণকে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে মন্ত্রীর দলকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

(সূত্রঃ মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি

২. জনবল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা ও অনিয়ম

২.১ উন্নয়ন বাজেটে/ প্রকল্পের অধীনে এক প্রকল্প শেষ হলে অন্য প্রকল্পে পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ

২.২ পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

- পদায়ন - রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থের লেন-দেন
- বদলি - তদবির, রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থের লেন-দেন
- পদোন্নতি - জ্যেষ্ঠতার লঙ্ঘন, কোর্টে মামলা চলাকালীন অবস্থায় পদোন্নতি, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীদের ‘নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত’ বলে নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেওয়া

৩. এলজিইডি’র লজিস্টিকস অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবহার

- এক প্রকল্পের বিভিন্ন লজিস্টিকস, যেমন আসবাবপত্র, কম্পিউটার প্রভৃতি অন্য প্রকল্পে ব্যবহারে স্বচ্ছতার অভাব
- এলজিইডি’র গাড়ি ব্যবহারে অনিয়ম

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি

৩.১ সরকারি গাড়ি ব্যবহারের নীতিমালা না মেনে গাড়ি ব্যবহার

- কার্যালয়ে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার - সদর দপ্তরে প্রায় সব প্রকৌশলী ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ব্যবহার করেন, যাদের গাড়ি ব্যবহারের অনুমোদন নেই
- সার্বক্ষণিক (ব্যক্তিগত কাজে) ব্যবহার - নির্বাহী প্রকৌশলী থেকে সুপারিনটেনডেন্ট প্রকৌশলী পর্যন্ত
- ব্যক্তিগত কাজে ঢাকার বাইরে ব্যবহার এবং ড্রাইভার কর্তৃক ওভারটাইম অফিস থেকে পরিশোধ
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহার

৩.২ গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত দুর্নীতি

- গাড়ির সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও গাড়ি ওয়ার্কশপে পাঠানো
- ভুয়া বিল দাখিলের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রকল্প প্রণয়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি

১. প্রকল্প গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
- মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ
- জনপ্রতিনিধিদের প্রভাবে প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধি

২. সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন
- সঠিকভাবে মাঠ পরিদর্শন না করা
- সম্ভাব্যতা যাচাই না করে অর্থ আত্মসাৎ
- অনুমানভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন

৩. সম্ভাব্যতা যাচাইকালে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ সহযোগিতা না করা

ভোলার দুইটি উপজেলায় খালের ওপর এক বাড়ি এক সেতু, এক ঘর এক সেতু, কোথাও আবার বাড়িঘর ছাড়াই সারিবদ্ধভাবে ২০ থেকে ২৫ গজ পর পর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এসব সেতুর নাম দিয়েছে 'কর্মী পুনর্বাসন ব্রিজ'। বিগত জোট সরকারের সময়ে একজন সরকারদলীয় সংসদ সদস্যের উদ্যোগে তার নির্বাচনী এলাকায় এসব সেতু নির্মাণ করা হয়। অন্যদিকে ঐ জেলার অন্যপাশে দীর্ঘ পথে যাতায়াতের জন্য কোনো ফেরি কিংবা বড় সেতু নেই।

(সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; এবং দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারি ২০১০)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রকল্প প্রণয়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি

৪. প্রকল্প পরিকল্পনায় সংশোধন ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা বিবেচনা না করা

- প্রায় সব প্রকল্প প্রস্তাবনা একাধিকবার সংশোধন
- প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি (৯-১১ বছর)
- প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে সংস্কার কাজের প্রয়োজন হওয়া

৫. প্রকল্প প্রস্তাবনায় ব্যয় প্রাক্কলনে অনিয়ম

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ - সাতটি কম্পিউটারের জন্য বরাদ্দ ১২.৭৮ লাখ টাকা
- একই কাজের ব্যয় একেক প্রকল্পে একেক হারে ধরা - বৃক্ষরোপণ এবং পরিচর্যা করার জন্য একটি প্রকল্পে কিমি-প্রতি ৪৮,৬৯৯ টাকা এবং আরেক প্রকল্পে কিমি-প্রতি ৬৮,৯৩৮ টাকা বরাদ্দ
- উপাদানের প্রয়োজন না থাকলেও বরাদ্দ রাখা - যন্ত্রপাতির (কী যন্ত্রপাতি উল্লেখ নেই) জন্য বরাদ্দ ১১.৩১ লাখ টাকা; একটি মরা খালের ওপর ব্রিজ নির্মাণের জন্য রিং বাঁধের প্রয়োজন না থাকলেও প্রাক্কলিত ব্যয়ে রিং বাঁধের জন্য বরাদ্দ রাখা

প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি

১. কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব

- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা জোটের রাজনীতিকদের কার্যাদেশ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ - বাজেটের ১০%-২০% পর্যন্ত কাজ পাওয়ার জন্য আদায়
- রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ বণ্টন - বাজেটের ১০%-১৫% সমঝোতাকারীদের মধ্যে ভাগ
- রাজনৈতিক নেতা ও প্রকৌশলীর মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ বণ্টন
- অনুমোদিত স্কিম প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া
- অনুমোদন-বহির্ভূত স্কিম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি

২. দরপত্র নিয়ন্ত্রণ

দরপত্রের প্রক্রিয়া → **দুর্নীতির ধরন**

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ
- প্রচারসংখ্যা কম এমন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ
- দ্বিতীয় সংস্করণে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা
- পত্রিকার সব কপি ক্রয়
- বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ঠিকাদার অবহিত

শি...
- দরপত্রের শিডিউল দেরিতে ছাড়া
- শিডিউল কেনায় ক্ষমতাসীন দলের বাধা

শি...া
- জমা দেওয়ার আগে কাজ বণ্টন
- সমঝোতার মাধ্যমে জমা না দেওয়া
- জমা দিতে বাধা দান

মূল্যা... কর্তৃক দরপত্র যাচাই-বাছাই ও কার্যাদেশ প্রদান
- অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার
- প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের মধ্যে সমঝোতা
- ঠিকাদারের কাগজপত্র যাচাই না করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি

৩. অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান

৪. অর্থের বিনিময়ে অন্যের কাছে কার্যাদেশ বিক্রি

৫. প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দুর্নীতি

- দরপত্রের তথ্য পরিবর্তন - দরপত্র মূল্যায়নের সময়/ কার্যাদেশ পাওয়ার পর ৫% 'লেস' পরিবর্তন করে ৫% অতিরিক্ত করা
- ব্যাংকের কার্য-সম্পাদন জামানত (**Performance Security**) সংক্রান্ত অনিয়ম - সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের আগে টাকা ফেরত
- প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন না করেই বিল উত্তোলন

৬. বিল উত্তোলনের সময় দুর্নীতি

- বরাদ্দের জন্য প্রকৌশলী কর্তৃক অর্থ আদায়
- ঠিকাদারদের বিল হতে কমিশন আদায়
- বিলের টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী	ঠিকাদারদের বিল হতে কমিশন (শতাংশ)*
নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৫% থেকে ১%
সহকারী প্রকৌশলী	১%
উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২% থেকে ৩%
হিসাবরক্ষক	১%
ট্রেজারার (সরকারি অর্থায়নের প্রকল্প)	০.৫%
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০.৫%
প্রকল্প পরিচালক (অর্থ ছাড়)	১%
উপজেলা প্রকৌশলী	১%
প্রকল্প পরামর্শক	১%
মোট	৮.৫% থেকে ১০.৫%

** এই হার স্থানীয় পর্যায়ের সকল প্রকল্প এলাকার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে*

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি

৭. অন্যান্য দুর্নীতি

- ল্যাব টেস্টের প্রতিবেদনের জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান
- টাকার বিনিময়ে প্রতিবেদনে সঠিক উপকরণ ও মান দেখানো
- নির্মাণ কাজের জন্য নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহৃত হলেও শুধু ল্যাব টেস্টের জন্য ভাল উপকরণ ব্যবহার

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ

এলজিইডি'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

খাত	মোট অডিট আপত্তি	নিষ্পন্ন	অনিষ্পন্ন	অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	৫,২৭৯	৪,৮৪৭	৪৩২	৩০৮.৫৬
পূর্ত	৫,২৯১	৫,০৯৬	১,১৯৫	৬৫১.৯৭
স্থানীয় ও রাজস্ব ব্যয়	৫১৫	৩৭০	১৪৫	৪০৮.৮৭
মোট	১২,০৮৫	১০,৩১৩	১,৭৭২	১,৩৬৯.৪০

সিএজি'র নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা

- সিএজি'র পক্ষ থেকে একটি প্রতিষ্ঠানের মাত্র ১৫% থেকে ২০% কাজ নিরীক্ষা
- টেকনিক্যাল ব্যক্তি দিয়ে নিরীক্ষা না করা
- নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া - বাজেয়াপ্ত পারফরমেন্স সিকিউরিটি, দরপত্র বিক্রি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, ল্যাবরেটরি টেস্ট ফি
- নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি টাকা দেওয়া - ঠিকাদারকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, বিভিন্ন কাজের অতিরিক্ত মেজারমেন্ট দেখিয়ে ঠিকাদার কর্তৃক অতিরিক্ত বিল আদায়
- নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম আদায় - আয়কর বাবদ কম টাকা আদায় করা, ঠিকাদারদের বিল হতে মূল্য সংযোজন কর আদায় না করা; রোড রোলার ভাড়া আদায় না করা, ঠিকাদারের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত না করা
- অনুমোদন ছাড়া বার্ষিক কর্মসূচির আওতা-বহির্ভূত কার্যসম্পাদন, অনিয়মিত ব্যয়
- চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সীমাবদ্ধতা

১. নির্ধারিত ছক ব্যবহার করার কারণে গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা না পাওয়া

২. প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শকের ওপর প্রকৌশলীর প্রভাব

৩. জনবলের অভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ঘাটতি

৪. টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে পরিবীক্ষণ না করা

৫. প্রকল্প-পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রকল্পের কার্যকারিতা ব্যাহত

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের মোট কাজ

- ১০টি ইউপি ভবন
- ৭৭টি গ্রোথ সেন্টার
- ৬,৯০৫.৭ মিটার ফিডার ও গ্রামীণ সড়কের ব্রিজ/ কালভার্ট
- ১,৩৩৪ কিমি ফিডার/ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন
- ১০,৫৩৮ হেক্টর ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন

আইএমইডি'র পরিদর্শন

এক বছরে সরকারের মোট বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ১০- ১২টি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

- ২০,৬৩৩ মিটার সড়ক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের প্রস্তাবনা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সাপেক্ষে বাস্তবতা

	ইউনিয়ন কমপ্লেক্স	গ্রোথ সেন্টার
প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী স্কিমের সংখ্যা	৬টি	৪৫টি
বাস্তবায়িত স্কিমের প্রকৃত সংখ্যা	৪টি	৩৭টি
আইএমইডি'র মূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য	সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদিত	সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদিত
আর্থিক অনিয়ম	৬০ লক্ষ টাকা	১.৬ কোটি টাকা

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রস্তবনা, আইএমইডি'র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

- রাজনীতিকরণ
- স্বচ্ছতার অভাব
- প্রয়োজনীয় ও টেকনিক্যাল জনবলের অভাব
- তদারকির অভাব
- দীর্ঘসূত্রতা
- বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যতার অভাব

ফলাফলের ক্ষেত্র

- প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- পিপিআর
- দরপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া
- আর্থিক অনিয়ম
- নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলি
- প্রকল্পের ব্যয়
- নিম্নমানের উপকরণ

প্রভাব

- প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন না হওয়া
- আর্থিক ক্ষতি
- দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
- কর্মীদের কর্মস্পৃহা হ্রাস
- কাজ টেকসই না হওয়া

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র অর্জন ইতিবাচক, তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলে দক্ষতা, সক্ষমতা ও অর্জন আরও বেশি হতে পারত
- এলজিইডি'তে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির পেছনে দুই ধরনের নিয়ামক
  - বাহ্যিক – দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা (সিজিএ, সিএজি, আইএমইডি), অস্থিতিশীল বাজার, দীর্ঘসূত্রতা (প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থছাড়)
  - অভ্যন্তরীণ – জনবল ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, তদারকির অভাব, নীতিমালা বাস্তবায়নের অভাব, স্বচ্ছতার অভাব (ই-প্রকিউরমেন্ট চালু না হওয়া)
- স্থানীয় উন্নয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এলজিইডি'কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রবণতা; এছাড়া বিভিন্ন সুবিধা আদায়
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সমস্যা থেকে উত্তরণে এলজিইডি'র গৃহীত পদক্ষেপ

- জ্যেষ্ঠতার তালিকা হালনাগাদকরণ - পদোন্নতি, পদায়ন
- নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু - মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে রাজস্ব খাতে আত্তীকরণ
- অভিযোগ-সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ - কৈফিয়ত তলব, বিভাগীয় মামলা
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ - দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সব ক্রয় কার্যক্রম আগামী তিন বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ই-গভার্নেন্সের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার - মান নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ (রোড কন্ডিশন সার্ভে, রাফনেস সার্ভে, ডিফ্লেকশন সার্ভে)
- কাজের মান নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা বৃদ্ধি - ল্যাবরেটরি ৬৫টি
- জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) মানচিত্রের উন্নয়ন
- আঞ্চলিক শিডিউল রেট প্রবর্তন ও হালনাগাদকরণ
- কার্যক্রমে নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও আওতা নির্ধারণ - ডিজাইন, নির্মাণ

টান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুপারিশমালা

নীতি নির্ধারণী পর্যায়

১. সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে

২. এলজিইডি'র জন্য মানবসম্পদ ইউনিট গঠন করতে হবে

৩. এলজিইডি'র উন্নয়ন বাজেটের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে

৪. নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রকল্পের নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে গুণগত (টেকনিক্যাল ব্যক্তি দিয়ে করানো ও সরেজমিন) এবং পরিমাণগত (বেশি সংখ্যক) মান বাড়াতে হবে

৫. কর্মকর্তা- কর্মচারীদের ইতিবাচক (ক্যাডারভুক্ত, পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম দূর করণ)ও নেতিবাচক (তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ) প্রণোদনা দিতে হবে

সুপারিশমালা

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

৬. এলজিইডি'র বিদ্যমান জবাবদিহিতার পদ্ধতি আরও শক্তিশালী করতে হবে

৭. এলজিইডি'র নিজস্ব নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে

৮. এলজিইডি'র সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ প্রতিবছর প্রকাশ করতে হবে; জ্ঞাত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন সম্পদের ক্ষেত্রে তদন্ত করতে হবে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

৯. প্রকল্পভিত্তিক লজিস্টিকস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে, যেন প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে এসব লজিস্টিকস স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহার করা যায়

১০. ব্যক্তিগত ও সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারি নীতিমালা মেনে চলতে হবে; গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুপারিশমালা

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

১১. যে প্রকল্পের মেয়াদ তিন বছরের বেশি হবে সে প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে

১২. বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরপত্রে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে

১৩. ই-প্রকিউরমেন্ট ও ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সব পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে

১৪. তথ্য প্রকাশ ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত

১৫. এলজিইডি'র নাগরিক সনদ হালনাগাদ করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ এলজিইডি'র স্থানীয় পর্যায়ের সবগুলো কার্যালয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে

১৬. এলজিইডি'র প্রতিটি প্রকল্প ও স্কিমের তথ্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে

১৭. স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের (যেমন সচেতন নাগরিক কমিটি) তদারকি ও সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হবে। বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক সামাজিক জবাবদিহিতার মাধ্যম ব্যবহার করে তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধন্যবাদ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

এডিপি’তে এলজিইডি’র বরাদ্দ

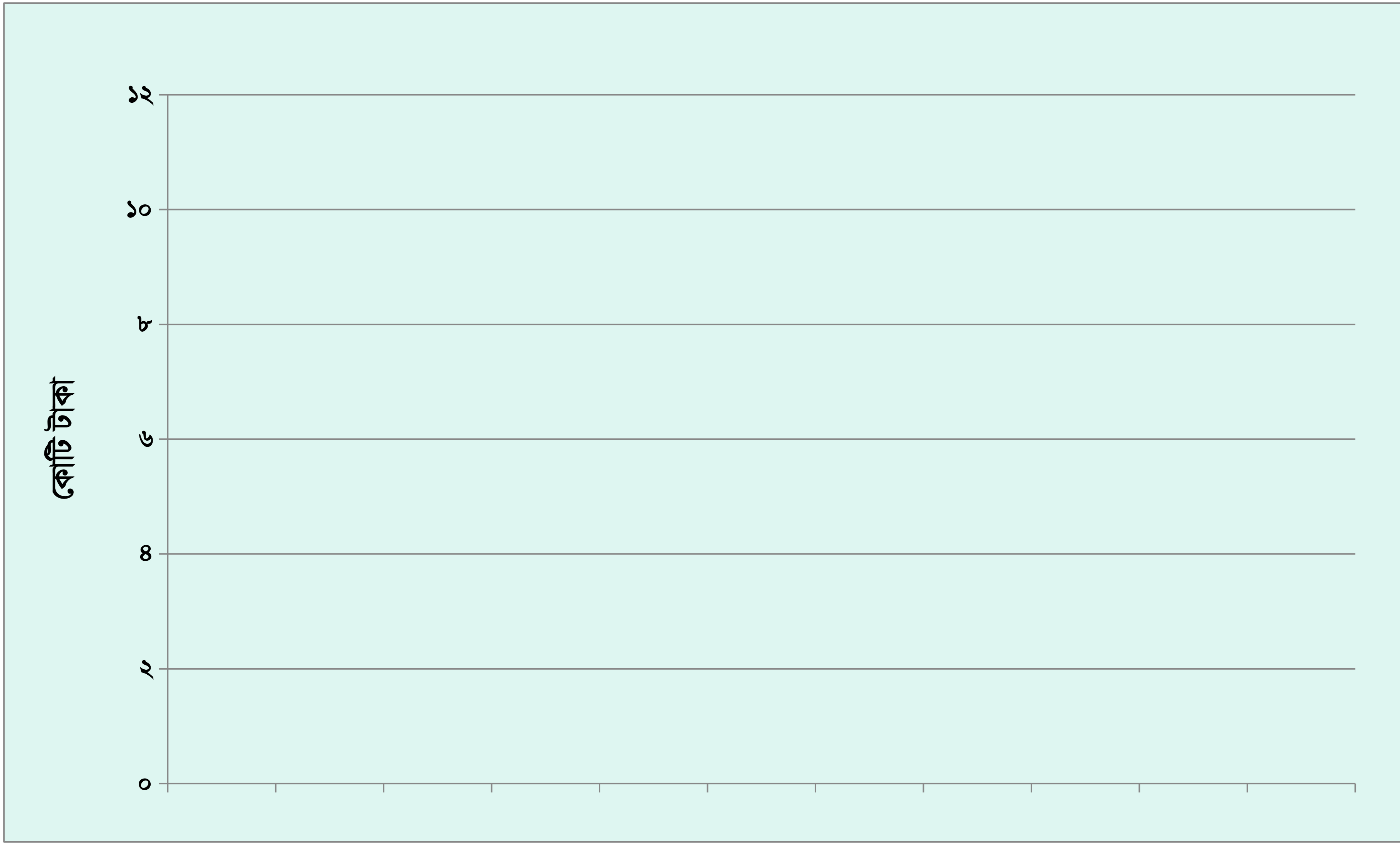

সূত্র: এলজিইডি, মে ২০১৩